হলদিয়ার হোটেলে দরজা ভেঙে প্রাক্তন সেনাকর্মীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: হোটেলের রুমের দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হল এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর মৃতদেহ। শনিবার রাতে হলদিয়ার রানিচকে একটি হোটেলের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তপন মাইতি দাস নামে বছর ৪২-এর ওই মৃত ব্যক্তির বাড়ি মহিষাদল থানার বাড় অমৃতবাড়িয়া গ্রামে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেনাকর্মীর চাকরি থেকে বছর আটেক আগে অবসর নিয়েছিলেন তপনবাবু। তারপর ঝাড়খণ্ডের একটি বেসরকারি নিরাপত্তা এজেন্সির অধীনে কাজ শুরু করেন। আসানসোলেও বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন তিনি। মাসখানেক আগে ওই নিরাপত্তা এজেন্সির অধীনে হলদিয়ায় বদলি হয়ে কাজে যোগ দেন তিনি। এরপর থাকার জন্য শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ রানিচকে বন্দর স্টেশন লাগোয়া একটি বেসরকারি হোটেলের প্রথমতলার ২২০ নম্বর রুম নেন তপনবাবু। পরে দুপুরে খাবার দিতে গেলে হোটেল কর্মীরা তাঁকে মদ্যপ অবস্থায় দেখেন বলে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে রুমের মধ্যে বেশ কয়েকটি মদের বোতলও পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ ও হোটেল সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর এক সতীর্থ বেশ কয়েকবার ফোন করেন। কিন্তু তিনি ফোন না ধরায় সন্দেহ হয় ওই সতীর্থের। এরপর তিনি হোটেলে পৌঁছে তপনের রুমে ধাক্কা দিলেও তিনি দরজা না খোলায় হোটেলের ম্যানেজার থেকে কর্মীদের বিষয়টি জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে হোটেল থেকে হলদিয়া থানার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। পুলিশ দরজা ভাঙলে বিছানায় তপনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই বলেই পুলিশ জানিয়েছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে হলদিয়া থানার আইসি সুকমল ঘোষ জানিয়েছেন, ''তপনবাবু হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মদ্যপান করা তাঁর অভ্যাস ছিল। তবে সঠিক কি কারণে মৃত্যু হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে। তবে হলদিয়ায় ইসিএল নামে এক শিল্প সংস্থার নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।'' যদিও মৃত ব্যক্তি ইসিএলে কাজ করতেন না বলে জানিয়েছেন ইসিএলের একপদস্থ আধিকারিক সৌভিক দত্তগুপ্ত। তিনি বলেন, ''এই নামে কোনও নিরাপত্তাকর্মী আমাদের সংস্থায় কাজ করতেন না। অন্য কোথাও হতে পারে।'' এদিকে, বাড়ির একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন তপনবাবু। ১৫ বছরের এক ছেলে, ৯ বছরের এক মেয়ে এবং স্ত্রী রয়েছেন। তবে ইসিএলে আদৌ ওই মৃত প্রাক্তন সেনাকর্মী কাজ করতেন কি না তা জানতে তাঁর পরিবারের সদস্য বিমলেশ মাইতি দাসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। তিনি শুধু বলেন, ''আমরা সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলতে পারব না। কোম্পানির তরফ থেকে কড়া নির্দেশ রয়েছে।'' সেখানেই প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। একজনের রহস্য মৃত্যু নিয়ে তাঁর নিয়োগকারী সংস্থা কী করে পরিবারকে মুখ খুলতে বারন করে। তাহলে কি এর ভিতরে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে। যা চাপা দিতে চাইছে সংস্থাটি। তবে পুলিশ রাত পর্যন্ত ঘটনায় বড় কোনও 'ফাউল প্লে' পায়নি বলেই জানা গিয়েছে।

■ তপন মাইতি দাস।

ছবি: রঞ্জন মাইতি

প্রস্তাব বিধায়কের

ডেঙ্গুর লার্ভা খুঁজতে ড্রোন মেদিনীপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: ডেঙ্গু রোধে এবার সাহায্য নেওয়া হবে ড্রোনের। ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে শহরের কোথায় কোন অলিগলিতে জল বা নোংরা, আবর্জনা জমে আছে তা চিহ্নিত করা হবে। তারপর ব্যবস্থা নেবে পুরসভা। মেদিনীপুর পুরসভাকে এই প্রস্তাবই দিয়েছেন মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়া। রবিবার সার্কিট হাউসে তিনি কাউন্সিলর ও স্বাস্থ্যকর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। যেখানে হাজির ছিলেন খোদ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্য শঙ্কর সারেঙ্গীও। ডেঙ্গু নিয়ে মেদিনীপুর শহরের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। মৃত্যুও হয়েছে একজনের। তাই এদিন ডেঙ্গু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন বিডিও। পুরসভার তরফে সচেতনতা প্রচারও করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর শহরের ১৮টি পুকুর মালিককে নোটিসও ধরানো হয়েছে। তাঁরা তাঁদের পুকুর সংস্কার না করে একপ্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিধায়ক জুন মালিয়া বলেন, ''কলকাতায় ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে সেখানকার পুরসভা অনেকটাই সাফল্য পেয়েছিল। এখানেও তা সহায়ক হবে বলেই মনে করছি আমরা।''

বীরেন্দ্র সেতুতে ২৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত পণ্য পরিবহণে ছাড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: বীরেন্দ্র সেতুর উপর দিয়ে ৮ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২৫ মেট্রিক টন পণ্য পরিবহণের ছাড়পত্র মিলল। রবিবারই এই মর্মে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। যেখানে ২৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত ভারবহণের অনুমতি-সহ একাধিক শর্তও আরোপ করা হয়েছে। ছাড়পত্র মেলায় খুশি বণিক মহল। জেলা চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক চন্দন বসু বলেন, ''এটার খুবই প্রয়োজন ছিল। পণ্য পরিবহণের ক্ষমতা সীমিত থাকায় ঘুরপথে যাতায়াতে উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। যার শিকার হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ।'' তবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরিকল্পিত দ্বিতীয় সেতু যাতে দ্রুত তৈরির কাজ সম্পন্ন হয় সেই দাবিও তিনি করেছেন।

দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে কাঁসাই নদীর উপর নির্মিত বীরেন্দ্র সেতুটি ভঙ্গুর হওয়ার কারণে তার উপর দিয়ে ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল জেলা প্রশাসন। বর্তমানে ওই সেতুটি প্রায় ৬০ বছরেরও পুরনো। দৈর্ঘ্য প্রায় ছয়শো মিটার। মেদিনীপুর ও খড়গপুর শহরের মধ্যে সড়কপথে একমাত্র সংযোগরক্ষাকারী তো বটেই একপ্রকার বলতে গেলে জেলাশহর মেদিনীপুরের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগেরও একমাত্র মাধ্যম ওই সেতু। অভিযোগ, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই সেতুর অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে আছে। দফায় দফায় সংস্কার হলেও সেতুটির অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। কলকাতার মাঝেরহাটের মতো কোনও অঘটন না ঘটে সেই জন্য আগে থেকেই সতর্ক হয়ে ভারী যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। আট টন পর্যন্ত পণ্যবাহী গাড়িকে ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করার অনুমতি ছিল। আট টনের বেশি পণ্যবহনকারী গাড়িকে ঘুরপথে মেদিনীপুর ঢুকতে হচ্ছিল। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল বণিকসভাও। তারাও বারবার সমস্যার স্থায়ী সমাধান দাবি করে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পুরনো সেতুটির পাশেই নতুন সেতুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রস্তাবিত নতুন সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ৫৫৮ মিটার। ফোর লেন ওই সেতুটির চওড়া হবে সাড়ে ২৭ মিটার। সেতুটির উপর সাড়ে ১০ মিটারের দু'টি টু লেন রাস্তার পাশাপাশি থাকবে দু'ধারে দেড় মিটার করে ফুটপাথও। কিন্তু তা বাস্তবায়ন হতে সময় লাগবে। বিষয়টি এখনও পরিকল্পনার স্তরে আছে। বিকল্প উপায় অবলম্বন করে পুরনো সেতুটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছিলেন ব্যবসায়ীরা। জেলা চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক চন্দন বসুর নেতৃত্বে জেলাশাসকের কাছে দরবারও করা হয়। এমন অবস্থায় আশ্বাস দিয়েছিলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরিও। নতুন সেতুর পরিকল্পনার পাশাপাশি পুরনো সেতুটিকেও সংস্কার করার কাজ শুরু হয়। সেই কাজ এখন প্রায় সম্পূর্ণ। সম্প্রতি তিনদিন পুরোপুরি যান চলাচল বন্ধ রেখে সেতুটির ভার পরীক্ষার কাজও সম্পন্ন হয়েছে। এসেছে সাফল্যও। পরীক্ষায় সেতুটি পাস করে যাওয়ায় এবার তার উপর দিয়ে পণ্য পরিবহণের মাত্রাও বাড়ানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবার ওই সেতুর উপর দিয়ে ২৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে। তবে রাখা হয়েছে বেশ কিছু শর্ত। যার মধ্যে অন্যতম হল সেতুটির উপর গাড়ির গতিবেগ কোনওভাবেই ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটারের বেশি রাখা যাবে না। দু'টি গাড়ির মধ্যে কমপক্ষে ২০ মিটারের ব্যবধান রাখতে হবে। কোনওভাবেই যানজট করা যাবে না। করা যাবে না ওভারলোডিংও। এই নির্দেশিকা সব সময় মেনে চলতে হবে।

ভেস্তে ডাকাতির ছক, অস্ত্র-সহ জালে পাঁচ

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: ভেস্তে গেল ডাকাতির ছক। অস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হল পাঁচ দুষ্কৃতীকে। রাতে অভিযান চালিয়ে বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ রীতিমতো তাড়া করে ধরল পাঁচজনকে। তবে কয়েকজন রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বেলপাহাড়ি থানার কাটাবনি জল ট্যাঙ্কি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল বিনপুর থানার শিলদার প্রশান্ত সেন, বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ থানার ধানাড়া গ্রামের সন্দীপ প্রামানিক, বিনপুর থানার শিলদার শেক আবু আলি, বিনপুরের শেক নাসিরুদ্দিন এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থানার কোদিবার গ্রামের শেক ইশক। রবিবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক প্রশান্ত ও সন্দীপকে তিনদিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন এবং বাকি তিনজনকে ১৪দিন জেলা হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি বন্দুক, দু'টি তাজা কার্তুজ, লোহার শাবল, ভোজালি এবং একটি বাইক উদ্ধার করেছে। এছাড়াও এদের কাছ থেকে এলাকার একটি নকশা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় দশ থেকে বারোজন দুষ্কৃতী কাটাবনি জল ট্যাঙ্কি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। খবর পেয়েই সেখানে পুলিশ অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে গাড়ি রেখে ওই এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। তবে দুষ্কৃতীরা পুলিশের উপস্থিত বুঝতে পেরে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের তাড়া করে এবং ওই দলের পাঁচজনকে ধরে ফেলে। বাকি ছয় থেকে সাতজন জঙ্গলে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, প্রথমে ধৃতরা অসংলগ্ন কথা বললেও পরে জেরায় তারা নিজেদের নাম ও পরিচয় জানায়। একইসঙ্গে জেরায় অভিযুক্তরা জানায়, তারা সেখানে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। তাদের প্ল্যান ছিল পাশের সুখজোড়া গ্রামে ডাকাতি করার। অন্যতম অভিযুক্ত ধৃত শিলদার প্রশান্ত সেনের নেতৃত্বে তারা ডাকাতির ষড়যন্ত্র করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, এই দলটি ঝাড়গ্রাম জেলা-সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলায় ডাকাতির ঘটনায় জড়িত। এই বিষয়ে বেলপাহাড়ির এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন, ''ডাকাতির উদ্দেশ্যে এরা জড়ো হয়েছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদের গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে বেশকিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।''

ঝাড়খণ্ডে তৃণমূল নেতার মৃত্যুতে রহস্য

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: ভিন রাজ্যে ফেরি করতে গিয়ে এক তৃণমূল নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উঠল খুনের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বড়শোল থানা এলাকায়। মৃত ওই তৃণমূল নেতার নাম নকুল বেরা (৪৫)। বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানার তপসিয়া অঞ্চলের যুগডিহা গ্রামে। তিনি তপসিয়া অঞ্চল তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, নকুলবাবু গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোহা-লক্কর বেচাকেনার জন্য ফেরি করতেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এই প্রথম তিনি এদিন সকালে ফেরি করতে বের হয়েছিলেন। প্রথমে পাশের গ্রাম সড়ডিহাতে ফেরি করে তিনি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বড়শোল গিয়েছিলেন। গোপীবল্লভপুর তৃণমূল নেতৃত্ব জানায়, এদিন তাঁরা খবর পান যে, বড়শোল থানা এলাকার একটি মদের ফ্যাকটরির দুশো মিটার দূরে নকুল বেরার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে বরশোল থানার পুলিশ। তারপর ঘাটশিলা হাসপাতালে তাঁর দেহ পাঠানো হয়। পরে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব ঘাটশিলা হাসপাতালে নকুলবাবুর দেহ দেখার পরই খুনের অভিযোগ তোলেন। মৃতদেহের মাথার পিছনে গভীর ক্ষত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বড়শোল থানার পুলিশ বিষয়টি দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। তবে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, সঠিক তদন্ত করে সত্যি ঘটনা সামনে আনা হোক এবং ঘটনায় যুক্ত দোষীদের গ্রেফতার করে সাজা দেওয়া হোক। স্থানীয় তৃণমূলের দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নকুলবাবু ১৯৯৮ সালে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বরাবর তৃণমূল দলের সঙ্গে যুক্ত। এবারও পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি টিঙ্কু পাল বলেন, ''বড়শোল থানার পুলিশ এই ঘটনাকে পথদুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। দেহ দেখে বোঝা গিয়েছে তাঁকে খুন করা হয়েছে। আমাদের ধরনা যারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা আমাদের এলাকারই কেউ। আমরা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বড়শোল থানার পুলিশের কাছে দাবি করছি প্রকৃত তদন্ত করে সত্য সামনে আনা হোক। এবং দোষীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক।'' অন্যদিকে, এই বিষয়ে গোপীবল্লভপুরের সিআই মুকুল মিঁয়া বলেন, ''ঘটনার কথা শুনেছি। বড়শোল থানা এলাকার ঘটনা। তাই কি ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে বড়শোল থানা তদন্ত করছে।''

■ নকুল বেরা।

চোলাই মদের তল্লাশিতে গ্রেফতার দুই

পশ্চিম মেদিনীপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে চোলাই মদের ব্যাপক তল্লাশি চালাল আবগারি দফতর। জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার ১৪টি থানা এলাকার প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি এলাকায় হানা দিয়েছে আবগারি দফতরের কর্মীরা। গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে। মামলা করা হয়েছে ২৯টি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় সাতশো লিটার চোলাই মদ, আট হাজার লিটার কাঁচামালের পাশাপাশি মদ তৈরির নানা উপকরণ। আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, তল্লাশি চালানো হয়েছে কেশপুরের দাসপাড়া, মহিষদা, আকন্দি, বসনচক, ডেবরার আলোককেন্দ্র, বেলার, দাবাদারি, পিংলার দুজিপুর, জামনা, গড়বেতার মরচি, সোনারবেড়, নারায়ণপুর, পানিকোটর, বেলদার বাখরাবাদ, কেশিয়াড়ীর ভসরা, নছিপুর, আনন্দপুরের ইন্দকুড়ি, গুইয়াদহ, নিমডাঙা, ভাগাখালি, গোয়ালতোড়ের লগি নুয়ারী, এড়িয়ামারা, তালডাঙা, সারবৎ, চন্দ্রকোনার তাতারপুর, মাংরুল, হেমতপুর, দাসপুরের নিমতলা, বাসুদেবপুর, সাগরপুর, দাঁতনের মোহনপুর, জাগিশোল, কেশরম্ভা, চারদা,খড়গপুর টাউনের সাঁজোয়াল, ভিমচক, কৌশল্যা, ওল্ড সেটেলমেন্ট, গিরিময়দান, মালঞ্চ, ইন্দা, গোলবাজার প্রভৃতি এলাকায়।

নন্দীগ্রামে পানীয় জল না পেয়ে বিক্ষোভে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: সজল ধারা প্রকল্পে জল না পেয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। রবিবার নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের রঙ্কিনীপুর গ্রামের ঘটনা। জল প্রকল্পের বঙ্কিনীপুর পাম্প হাউসে তালা লাগিয়ে স্থানীয় অফিসের সামনে এদিন সকালে কয়েকশো গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখান। পরে ফের বিকেলে স্থানীয় শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে জলের দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। জানা গিয়েছে, প্রায় সাড়ে চারশো পরিবার রয়েছে এই রঙ্কিনীপুর গ্রামে। ৬০ থেকে ৭০টি পরিবার জল পেলেও বাকি সাড়ে তিনশোর বেশি পরিবার জল পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। কোথাও জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। তো আবার কোথাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জলের ভাল্ব। স্থানীয় গ্রামবাসী গুরুপদ দাস জানান, ''দীর্ঘ দেড় বছর ধরে এই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। নিরুপায় হয়ে আমরা বিক্ষোভের পথে নেমেছি। আমরা শাসক বিরোধী রাজনীতি করি বলেই আমাদের পরিকল্পিতভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে।'' বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি, স্থানীয় নেতা প্রলয় পাল জানিয়েছেন, ''শাসক তৃণমূলের এটা নোংরা রাজনীতি। ওরা রাজনৈতিক লড়াইয়ে পেরে উঠছে না বলেই এলাকার মানুষের সঙ্গে অভব্য আচরণ করছে। এলাকার মানুষ এটা বরদাস্ত করবেন না। নন্দীগ্রামে শাসকদল এমনিতে কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। এমন চলতে থাকলে ওদের আর খুঁজে পাওয়াই যাবে না। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।'' যদিও এই ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ সঠিক না বলে দাবি করেছেন নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুনাভ ভুঁইয়া। তিনি বলেন, ''জল সরবরাহকারী লাইনের এক জায়গায় সমস্যা রয়েছে। সেখানে জল যাচ্ছে না। জল সরবরাহ করার সম্ভব হচ্ছে না। আর বিজেপির লোকজন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন। প্রকৃত সমস্যার কথা তুলে ধরে না তারা।'' এদিকে, স্থানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের অপারেটর অমিত প্রধান বলেন, ''টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে রঙ্কিনীপুর গ্রামে কিছু পরিবারকে জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সমাধানের চাবিকাঠি তাঁদের হাতেই রয়েছে।'' এদিকে, অভিযোগ উঠেছে, বেশ কিছু পরিবার বিশাল মাপের ট্যাঙ্কে বিপুল পরিমাণ জল জমা করে রাখেন। সেক্ষেত্রে যাঁদের ট্যাঙ্ক নেই তাঁরাই সমস্যায় পড়ছেন। প্রয়োজনীয় জলটুকুও পাচ্ছেন না। তবে বিষয়টি জল সরবরাহ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও অখিলেশ সাহা। তিনি বলেন, ''সমস্যার কথা জেনেছি। সমাধানের জন্য আলোচনা চলছে। প্রয়োজন হলে লাইন টেনে নতুন ট্যাপ, কিংবা সাব-মার্সিবল পাম্প বসিয়ে জলের চাহিদা মেটানো হবে।''

ছবি: রঞ্জন মাইতি

খাদে বাস, জখম ৬০ যাত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, ঘাটাল: উত্তর ভারত থেকে ফেরার পথে ঘাটালের একটি টুরিস্ট বাস পড়ল দুর্ঘটনার কবলে। ঘটনায় ৬০ জন যাত্রী আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ২০ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ২৫ আগস্ট একটি টুরিস্ট বাসে করে ঘাটাল থেকে ৬০ জন যাত্রী উত্তর ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই বাসে ঘাটাল, চন্দ্রকোনা এলাকার বহু মানুষ ছিলেন। রবিবার ফেরার পথে উত্তর প্রদেশের সীতাপুরে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি খাদে পড়ে যায়। ঘাটালের বাসিন্দা জয়হরি মণ্ডল ফোনে জানান, ''কেউ মারা যাননি ঠিকই, তবে অনেকেই মারাত্মক জখম হয়েছেন। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা মোটেই ভাল নয়। নিজেদের উদ্যোগে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি।''

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, খড়গপুর: ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ভবঘুরে মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকেলে খড়গপুর-হাওড়া রেলশাখার বালিচক স্টেশন লাগোয়া রেলগেটের কাছে। মৃত মহিলার কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে বালিচক রেল স্টেশনের কাছে রেললাইনের উপর ওই ভবঘুরে মহিলা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করেই হাওড়াগামী ডাউন আমেদাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি খড়গপুরের দিক থেকে এসে যায়। কিছু বোঝার আগেই মহিলার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। পরে বালিচক স্টেশন থেকে রেল পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রেল পুলিশ জানিয়েছে, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। মহিলার আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর। ঘটনার পরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

■ ফের ভাঙল বিজেপি ও সিপিএমের ঘর। রবিবার দাসপুর ১ নম্বর ব্লকের সরবেড়িয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ও সিপিএমের বেশ কয়েকটি পরিবার তৃণমূলে যোগ দেয়। তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি আশিস হুদাইত। উপস্থিত ছিলেন ব্লক নেতা কৌশিক কুলভি-সহ আরও অনেকে। সরবেড়িয়া ২ অঞ্চল তৃণমূলের কার্যালয়ের সামনে একটি কর্মসূচিতে এই যোগদান পর্ব হয়েছে।

—সুকান্ত চক্রবর্তী

নতুন কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ দিণ্ডা। আর সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন প্রতীক দে। প্রতীকবাবু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে আমাদের সংগঠন সর্বদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের কর্মীদের জন্য কাজ করবে।''

সভা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: বিদ্যুতের ভয়াবহ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেশপুরের ঝেঁতলাতে সভা ও প্রতিরোধ কমিটি গঠন করল সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি বা সংক্ষেপে অ্যাবেকা। সংগঠনের অভিযোগ, গৃহস্থ থেকে ক্ষুদ্র শিল্প সকলস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে ভয়াবহ মাশুল আসতে শুরু করেছে। রাজ্যজুড়ে গড়ে উঠছে আন্দোলন ও প্রতিরোধ কমিটি। রবিবার আনন্দপুর সাব স্টেশন এলাকার গ্রাহকদের নিয়ে একটি সভা হয় ঝেঁতলাতে। হাজির ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক পাত্র, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আহ্বায়ক চণ্ডীচরণ হাজরা, ভবানী চক্রবর্তী প্রমুখ। ২৭ সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎ ভবনে হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ অভিযান হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এদিন নিয়ামুল হক, প্রহ্লাদ কালসার, বিশ্বনাথ মাইতি, সুবল দণ্ডপাঠ, নিজাম উদ্দিন আহমেদকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৫০ জনের কেশপুর ব্লক বিদ্যুৎ গ্রাহক প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়।

হানা অফিসে: এক লক্ষ টাকা জমা দিলে মাসের শেষে মিলবে ১০ হাজার টাকা সুদ! অর্থাৎ মাত্র ১০ মাসে এক লক্ষ টাকা হয়ে যাবে দ্বিগুণ। এমন খবর পেয়েই শনিবার দাসপুরের লাওদা এলাকায় একটি বেসরকারি অফিসে হানা দেয় দাসপুর পুলিশ। মূল এজেন্ট পালিয়ে গেলেও অফিসের দুই মহিলা-সহ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

লালগড়ের লালপথে পড়বে পিচ, বরাদ্দ দেড় কোটি

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলঘেরা রাস্তা। কাঁচা মাটির এই রাস্তা দিয়ে দিনরাত হাতির আনাগোনা লেগেই থাকে। তবে বৃষ্টি হলেই রাস্তাটি কাদায় ভরে যায়। যাতায়াত করাই দায় হয়ে পড়ে। ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। রাস্তাটি পশ্চিম মেদিনীপুরের সঙ্গে লালগড়ের অন্যতম যোগাযোগের পথ। এবার এই রাস্তাটিই পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের হাত ধরে পাকা হচ্ছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান, মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার কাছে বিভিন্ন সময়ই বিভিন্ন রাস্তা পাকা করার আবেদন জানিয়েছিলেন এলাকার মানুষ। সেই আবেদনগুলি খতিয়ে দেখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অনেকগুলি রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে পর্ষদ। এবার লালগড়ের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়া ওই রাস্তাটি পাকা করা হবে। লালগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত করমশোল এমএসকে থেকে করমশোল ক্যানাল পর্যন্ত প্রায় দেড় কিমি রাস্তা পাকা হবে। জানা গিয়েছে, এর জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই রাস্তাটি দিয়ে মূলত লালগড়ের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের যোগাযোগের মাধ্যম। শালবনি ব্লকের লক্ষ্মণপুর, রামেশ্বরপুর, হাতিলোটা, চিতাডাঙা, বেলশোল বিভিন্ন গ্রামের মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে করমশোল, পুর্নাপানি, ঠাকুরথান হয়ে লালগড়ে আসেন। চিকিৎসা, লেখাপড়া, ব্যবসা-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে লালগড়ে আসেন। সেখান থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা সদরেও যান। আর এই কাঁচা রাস্তটি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। রাস্তাটি পাকা করার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। এবার সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। এই বিষয়ে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা বলেন, ''স্থানীয় বিভিন্ন গ্রামের মানুষ বেশকিছু রাস্তার জন্য বলেছিলেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাস্তার কাজ হচ্ছে।''

■ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ অর্থে পাকা হবে এই রাস্তা।

ছবি: প্রতিম মৈত্র

KALNA MUNICIPALITY
Kalna, Purba Bardhaman
Tender is hereby invited by the undersigned, Interested agencies are requested to submit their BidName of work:-Heightening of Concrete Road at ward no-13 & 05 Nos of other work under Kalna Municipality Tender Notice Number - WBMAD/KALNA/NIT-08/23-24, Dated: 07/09/2023 Tender ID:- 2023_MAD_566279_1 2023_MAD_566279_2, 2023_MA_566279_3, 2023_MAD_566279_4. 2023_MAD_566279_5, 2023_MAD_566279_6 Last date for Submission of tender-18/09/2023 up to 5.00 PM Others Details will be available in the office Notice Board, www.wburbanservices.gov.in. & www.wbtenders.gov.in
Chairman, Kalna Municipality

KALNA MUNICIPALITY
Kalna, Purba Bardhaman
Quotation is hereby invited by the undersigned, interested agencies are requested to submit their Quotation Rate invited for the following work: Supply various type of conservancy work related material within Kalna Municipality Quotation Notice Number - WBMAD/KALNA/NIQ-10/23-24 Dated: -07/09/2023 Tender ID:- 2023 MAD_565253_1 Last date for Submission of Quotation - 18/09/2023 up to 5.00 PM Others Details will be available in the office Notice Board, www.wburbanservices.gov.in, & www.wbtenders.gov.in
Chairman,
Kalna Municipality

KALNA MUNICIPALITY
Kalna, Purba Bardhaman
Teder is hereby invited by the under signed, Interested agencies are requested to submit theirName of Work:-1. Installation Solar Street Light arrangement at Kalachand Pal house to Tapan Halder house at ward no-05 under Kalna Municipality2. Installation Solar Street Light arrangement at Namita Biswas house to Dolon Biswas house at ward no-02 under Kalna Municipality Tender Notice Number-WBMAD/KALNA/NIT-10/23-24, Dated: - 07/09/2023Tender ID:- 2023_MAD_565766_1, 2023_MAD_565766_2 Last date for Submission of Teler - 18/09/2023 up to 5.00 PM Others Details will be available in the office Notice Board, www.wburbanservices.gov.in & www.wbtenders.gov.in
Chairman, Kalna Municipality

KALNA MUNICIPALITY
Kalna, Purba Bardhaman
Tender is hereby invited by the under signed, Interested agencies are requested to submit their Bid Name of work:-1. Installation of 110W LED Mini-Mast with 9.00 mtr octagonal pole at Jaganath Tala ward no-14, Sitalatala Ward no-06. Thakur para ward No-18, Near lalji mandir ward no- 04 within Kalna Municipality 2. Supply and replacement of LED flood light for existing High mast Poles under Kalna Municipality Tender Notice Number - WBMAD/KALNA/NIT-09/23-24, Dated: - 07/09/2023Tender ID:- 2023_MAD_566264_1, 2023_MAD_566264_2 Last date for Submission of tender - 18/09/2023 up to 5.00 PM Others Details will be available in the office Notice Board, www.wburbanservices.gov.in, & www.wbtenders.gov.in
Chairman, Kalna Municipality

Vivekananda Mission Mahavidyalaya
Notice Inviting E-Tender
e-NIT No. 2023_VMMV_565060_1
Ref No. VMM/NIT-02/2023-24 (2nd Call)
Online tender (2nd Call) is invited by the Principal, Vivekananda Mission Mahavidyalaya, Haldia, from the bonafide agencies to procure Books for Library at the college premises. The last date and time of online bid submission: 16th September 2023. For further details please contact the undersigned or the website : **https://vmmahavidyalaya.ac.in/.**
Sd/- Principal,
Vivekananda Mission Mahavidyalaya,
Chaitanyapur (Haldia), Purba Medinipur.